ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

ইউনিট 3

ভূমিকা

বর্তমান ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংক অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যবসা বাণিজ্যের সকল প্রকার লেনদেনসমূহ ব্যাংকের মাধ্যমে নিস্পত্তি হয়ে থাকে। সুতরাং কারবারে রক্ষিত নগদান বহি এবং ব্যাংকে রক্ষিত হিসাব বিবরণী একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমান হওয়ার কথা। কিন্তু গড়মিলের কারণে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা আবশ্যক।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

মুখ্য শব্দ	Bank Statement, ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী, একক জের পদ্ধতি, দ্বৈত জের শুদ্ধকরণ পদ্ধতি, ব্যাংক সুদ, ব্যাংক চার্জ, নগদান বহি।

পাঠ-৩.১ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর ধারণা ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর উদ্দেশ্যগুলো লিখতে পারবেন।
- প্রচলিত পদ্ধতি ও উভয় জের পদ্ধতিতে সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবেন।

ভূমিকা: সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে "ব্যাংক ব্যবস্থা" এক অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের লেনদেনগুলো ব্যাংকের মাধ্যমে নিস্পত্তি করে থাকে। যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যাংকে হিসাব খুলেন তাদেরকে আমানতকারী বলা হয়। ব্যাংক তার আমানতকারীকে পাশ বহি সরবরাহ করে থাকেন। কম্পিউটার যুগের পূর্বে ব্যাংক তার আমানতকারীকে পাশ বহি ইস্যু করতেন। কম্পিউটার পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে ব্যাংক এখন আর পাশ বহি সরবরাহ করে না। বর্তমানে ব্যাংক পাশ বহির পরিবর্তে ব্যাংক বিবরণী (Bank Statement) প্রদান করে থাকেন। একটি নির্দিষ্ট তারিখে কারবারে রক্ষিত নগদান বহি এবং Bank Statement এর মধ্যে গড়মিল দেখা দেয়। নগদান বহির উদ্বৃত্তের (Balance) সাথে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের মিলকরণের প্রয়োজন পড়ে।

ব্যাংক বিবরণী/পাশ বহি (Bank Statement/Pass Book) : আমাদের দেশে অনেক ব্যাংক আছে। যেমন: সোনালী ব্যাংক লি:, অগ্রণী ব্যাংক লি:, জনতা ব্যাংক লি: ইত্যাদি। যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যাংকে হিসাব খুলেন তাদেরকে আমানতকারী বলা হয়। আমানতকারী চাহিবা মাত্র তার হিসাবের বিবরণী ব্যাংক সরবরাহ করে থাকে। এই বিবরণীকেই ব্যাংক বিবরণী বলা হয়। এই বিবরণী পাশ বহির বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার কিছু কিছু হিসাবের ক্ষেত্রে পাশ বহি ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে আজকাল ব্যাংক বিবরণীর ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী (Bank Reconciliation Statement) : ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেনগুলো আমানতকারী তার নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করেন এবং ব্যাংক ঐ একই লেনদেনগুলো আমানতকারীর হিসাব বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। সংগত কারণেই নগদান বহি এবং ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত (ব্যালেন্স) এক হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা নাও হতে পারে। কিছু কিছু ঘটনা আছে, একটি নির্দিষ্ট তারিখে নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ হলেও ব্যাংকের হিসাব বিবরণীতে লিপিবদ্ধ নাও হতে পারে। যেমন: আমানতকারীর চেকের টাকা আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো যে তারিখে আমানতকারী চেক ব্যাংকে জমা দিবেন ঐ দিনই তিনি নগদান বহিতে এন্ট্রি দিবেন। কিন্তু ব্যাংক যে তারিখে চেকের টাকা আদায় করেন সেই তারিখে আমানতকারীর হিসাব বিবরণীর ক্রেডিট পার্শ্বে এন্ট্রি দিয়ে থাকেন। এ জন্যই নগদান বহির সাথে ব্যাংকের হিসাব বিবরণীর গড়মিল দেখা দেয়। কোন নির্দিষ্ট তারিখে নগদান বহির উদ্বৃত্ত এবং ব্যাংকের হিসাব বিবরণীর উদ্বৃত্তের গড়মিলের কারণ দেখিয়ে যে মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী(Bank Reconciliation Statement) বলে।

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর উদ্দেশ্য (Objectives of Bank Reconciliation Statement):

১। গড়মিলের কারণ নির্ণয় ঃ ব্যাংক আমানতকারীর হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কাজেই আমানতকারীর নগদান বহির "ব্যাংক কক্ষের" উদ্বৃত্তের সাথে ব্যাংকে রক্ষিত "হিসাব বিবরণীর" উদ্বৃত্তের সাথে মিল হওয়ার কথা। কিছু কিছু লেনদেনের জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখে উভয় বহির সাথে গড়মিল দেখা দেয়। যেমন আমানতকারী কর্তৃক চেকের টাকা আদায়ের জন্য জমা, ব্যাংক চার্জ এবং মঞ্জুরীকৃত সুদ প্রভৃতি। যে সমস্ত এন্ট্রির জন্য গড়মিল দেখা দেয় তা খুঁজে বের করে সমন্বয় করা প্রয়োজন।

২। প্রকৃত ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত নির্ণয় ঃ নগদান বহির ব্যাংক কক্ষের উদ্বৃত্তের সাথে ব্যাংকে রক্ষিত হিসাব বিবরণীর উদ্বৃত্তের গড়মিলের এন্ট্রিগুলো সমন্বয়পূর্বক প্রকৃত ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়।

৩। হিসাবের গাণিতিক নির্ভুলতা ঃ যেহেতু কিছু কিছু এন্ট্রির জন্য দুই বহির গড়মিল পরিলক্ষিত হয় সেই এন্ট্রিগুলো সমন্বয় পূর্বক হিসাবের গাণিতিক নির্ভুলতা প্রমাণ করা যায়।

৪। অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ঃ অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রধান উদ্দেশ্য।

৫। নিরীক্ষা কার্যে সহায়তা ঃ হিসাব শুদ্ধভাবে রক্ষিত না হলে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা যায় না। কাজেই ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা সহজতর হয়।

৬। ভুল ত্রুটি উৎঘাটন ঃ নগদান বহি এবং ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের মধ্যে যে সকল এন্ট্রির জন্য পার্থক্য দেখা দেয় তা খুঁজে বাহির করা সহজ হয়। ভুল ত্রুটি উৎঘাটন করে সমন্বয় করাই এই বিবরণীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

৭। নিখুঁত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ঃ ভুল ত্রুটি সমন্বয়পূর্বক নিখুঁত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

৮। ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঃ আমানতকারী ও ব্যাংক কর্মকর্তা একত্রে বসে নগদান বহির উদ্বৃত্তের সাথে ব্যাংকে রক্ষিত হিসাব বিবরণীর উদ্বৃত্তের গড়মিলের কারণগুলো বিশ্লেষণপূর্বক সমন্বয় সাধন করে থাকেন। এতে করে উভয়ের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- একটা নির্দিষ্ট তারিখে নগদান বহি এবং ব্যাংক বিবরণীর গড়মিলগুলো চিহ্নিত করে সমন্বয়পূর্বক সঠিক ব্যালেন্স বাহির করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্যাংক বিবরণী কী?
ক) ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আমানতকারীর হিসাব বিবরণী।
খ) ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার বিবরণী।
গ) ব্যাংক হতে টাকা উঠানোর বিবরণী।
ঘ) এটি একটি সমন্বয় বিবরণী।

২। ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী কী?
ক) ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার বিবরণী।
খ) ব্যাংক হতে টাকা উঠানোর বিবরণী।
গ) নগদান বহি এবং হিসাব বিবরণীর উদ্বৃত্তের মিলকরণ বিবরণী।
ঘ) ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া এবং উঠানোর বিবরণী।

৩। পাশ বহি কী?
ক) ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার বহি।
খ) ব্যাংক হতে টাকা তুলে আনার বহি।
গ) ব্যাংক লেনদেনের একটি বিবরণী বহি।
ঘ) ব্যাংকে আমানতকারীর নামে রক্ষিত হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত নকল বিবরণীই পাশ বহি।

৪। লেনদেনের প্রমাণ স্বরূপ বর্তমানে ব্যাংক আমানতকারীকে সরবরাহ করে নিচের কোনটি ?
ক) ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী খ) হিসাব বিবরণী
গ) পাশ বহি ঘ) কোনটিই নয়

৫। ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করতে প্রয়োজন -
i) নগদান বহি ii) ব্যাংক বিবরণী iii) বিক্রয় বহি
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) ii ও iii

৬। ব্যাংক হিসাব সমন্বয় বিবরণী তৈরীর উদ্দেশ্য হচ্ছে -
i) এই বিবরণী ব্যাংক জমার সঠিকতা নির্দেশ করে।
ii) এই বিবরণীর মাধ্যমে নির্ভুলতা পরীক্ষা করা যায়।
iii) আমানতকারী ও ব্যাংকের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়।
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.২ নগদান বই এবং ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের মধ্যে গড়মিলের কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নগদান বহি ও ব্যাংক বিবরণীর গড়মিলো কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

নগদান বহি এবং ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের মধ্যে গড়মিলের কারণ ঃ আমানতকারী তার ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেনগুলো নগদান বহিতে ব্যাংক কলামে লিপিবদ্ধ করেন। অনুরূপভাবে ব্যাংকও ঐ লেনদেনগুলো মক্কেলের হিসাব বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। কোন নির্দিষ্ট তারিখে নগদান বহির ব্যাংক কলামের উদ্বৃত্ত এবং মক্কেলের হিসাব বিবরণীর উদ্বৃত্ত সমান হওয়ার কথা থাকলেও তা বাস্তবে নাও হতে পারে। যে সমস্ত কারণে দুইটি হিসাবে গড়মিল দেখা দেয় তা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলোঃ

১। জমাকৃত চেক ঃ আমানতকারী চেকের টাকা আদায়ের জন্য ব্যাংকে প্রেরণ করলে তিনি তার নগদান বহির ব্যাংক কলামের ডেবিট পার্শ্বে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। ফলে নগদান বহিতে ব্যাংক ব্যালেন্স বেড়ে যায়। কিন্তু ব্যাংক উক্ত চেকের টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত মক্কেলের হিসাব বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেন না। এ জন্যই দুইটি হিসাবের পার্থক্য দেখা দেয়।

২। ইস্যুকৃত চেক ঃ আমানতকারী কোন কারণে পাওনাদারকে চেক ইস্যু করলে তিনি তার নগদান বহির ব্যাংক কলামের ক্রেডিট পার্শ্বে লিপিবদ্ধ করেন। ফলে নগদান বহির ব্যাংক উদ্বৃত্ত কমে যায়। পাওনাদার উক্ত চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন না করা পর্যন্ত ব্যাংক তার মক্কেলের হিসাব বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে পারেন না। কাজেই দুইটি হিসাবের মধ্যে গড়মিল দেখা দেয়।

৩। ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় ঃ ব্যাংক আমানতকারীর পক্ষে লভ্যাংশ, বিনিয়োগের সুদ, প্রাপ্য হিসাবের টাকা সরাসরি আদায় করে আমানতকারীর হিসাবে ক্রেডিট করে অর্থাৎ ব্যাংকে আমানতকারীর জমা টাকার পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু আমানতকারী এই ঘটনা না জানা পর্যন্ত তার নগদান বহির ব্যাংক কলামে ডেবিট করতে পারেন না। ফলে এই দুই হিসাবের মধ্যে গড়মিল দেখা দেয়।

৪। ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি পরিশোধ ঃ ব্যাংক আমানতকারীর পক্ষ হয়ে বা তার স্থায়ী নির্দেশে প্রদেয় হিসাবের টাকা, গ্যাস বিল, পানি বিল, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি পরিশোধ করে মক্কেলের হিসাবে ডেবিট করে দেয় অর্থাৎ আমানতকারীর ব্যাংক ব্যালেন্স কমিয়ে দেয়। কিন্তু আমানতকারী এই ঘটনা না জানা পর্যন্ত তার নগদান বহির ব্যাংক কলামে ক্রেডিট করতে পারেন না। ইহার ফলে এই দুই হিসাবের মধ্যে গড়মিল দেখা দেয়।

৫। ব্যাংকে জমাকৃত চেক ও প্রাপ্য নোটের অমর্যাদা ঃ প্রাপ্য নোট এবং চেকের টাকা আদায়ের জন্য আমানতকারী তার ব্যাংকে জমা দিলে তিনি তার নগদান বহির ব্যাংক কলামে ডেবিট করে থাকেন। কিন্তু উক্ত নোট এবং চেকের টাকা আদায় না হলে ব্যাংক আমানতকারীর হিসাবে লিপিবদ্ধ করেন না। ফলে এই দুইটি হিসাবের মধ্যে গড়মিল দেখা দেয়।

৬। প্রদেয় নোট ও ইস্যুকৃত চেকের অমর্যাদা ঃ প্রদেয় নোট পরিশোধের জন্য ব্যাংকের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হলে বা চেক ইস্যু করা হলে আমানতকারী তার নগদান বহির ব্যাংক কলামের ক্রেডিট পার্শ্বে এন্ট্রি দিয়ে থাকেন। কিন্তু ব্যাংক উক্ত নোট এবং চেকের টাকা পরিশোধ না করলে অর্থাৎ আমানতকারীর হিসাবে ডেবিট না করলে উক্ত দুটি হিসাবের মধ্যে গড়মিল দেখা দেয়।

৭। মঞ্জুরীকৃত সুদ ঃ আমানতকারীর ব্যাংক হিসাবে যে উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংকে জমা থাকে এই জমাকৃত টাকার উপর নির্দিষ্ট হারে ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করে তার হিসাবে ক্রেডিট করে থাকেন। এই ঘটনাটি আমানতকারী না জানা পর্যন্ত তার নগদান বহির ব্যাংক কলামে ডেবিট করেন না। ফলে দুইটি বহির মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

৮। ব্যাংক চার্জ ঃ ব্যাংক আমানতকারীকে সেবা প্রদান করে থাকেন। এই সেবার বিনিময়ে তার হিসাব হতে কিছু টাকা কর্তন করে নেয় অর্থাৎ আমানতকারীর হিসাবে ডেবিট করে। এই ঘটনাটি আমানতকারী না জানা পর্যন্ত তার নগদান বহির ব্যাংক কলামে ক্রেডিট করতে পারেন না। ফলে উভয় বহির মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

৯। নগদান বহি বা ব্যাংক বিবরণীর ভুল ঃ আমানতকারী তার নগদান বহিতে ভুল অংক লিখলে বা একই ঘটনা দু'বার লিখলে গড়মিল দেখা দিবে। আবার ব্যাংক আমানতকারীর হিসাবে ভুল অংক লিখলে বা একই ঘটনা দু'বার লিখলে গড়মিল দেখা দিবে।

১০। অনলাইন লেনদেন ঃ অনলাইন লেনদেনের ফলে গড়মিল দেখা দেয়।

১১। ভুলবশত ঃ অন্য কোন হিসাবের টাকা আমানতকারীর হিসাবে জমা বা ভুলবশতঃ খরচ দেখালে গড়মিল দেখা দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের লেনদেনগুলো কোন বহিতে লিপিবদ্ধ হয় তা লিখুন: ১। দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংক জমাদান ৫,০০০ টাকা। ২। ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ১০০ টাকা। ৩। ইসুকৃত চেক ৫০০ টাকা।

সারসংক্ষেপ

- নগদান বহি এবং ব্যাংক বিবরণীর গড়মিল নির্ণয় করাই মূল উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী কোন সময়ে প্রস্তুত করা হয় ?
ক) বৎসর শেষে খ) অর্ধবছর শেষে গ) একমাস শেষে ঘ) নির্দিষ্ট তারিখে

২। ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত বলতে আমরা বুঝি -
i) ব্যাংকে জমা ও উত্তোলনের পার্থক্য ii) ব্যাংকে মোট জমার পরিমাণ iii) মোট উত্তোলনের পরিমাণ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) ii ও iii

৩। চেকের প্রত্যাখ্যানজনিত কারণ-
i) চেক দাখিলের পূর্বে আদেষ্টার মৃত্যু হলে ii) টাকার অংকের সাথে কথায় অমিল থাকলে
iii) চেক দাখিলের পূর্বে আদেষ্টা দেউলিয়া হলে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। চেক ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু প্রাপক কর্তৃক উপস্থাপিত হয় নি ফলে কোনটি বেশী দেখানো হবে ?
ক) নগদান বহি খ) চেক বই গ) ব্যাংকের হিসাব বিবরণী ঘ) জমা বই

৫। ২০,০০০ টাকার একখানা চেক ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু এখনও ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি। এই তথ্য হতে নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) নগদান বইয়ে ২০,০০০ টাকা বেশি দেখানো হবে। খ) ব্যাংক বিবরণীতে ২০,০০০ টাকা কম দেখানো হবে।
গ) নগদান বইয়ে ২০,০০০ টাকা কম দেখানো হবে। ঘ) চেক বইয়ে ২০,০০০ টাকা বেশি দেখানো হবে।

৬। ৫,০০০ টাকার চেক পেয়ে ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্যাংক চেকের টাকা আদায় করতে পারেনি। তাহলে নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) ব্যাংক বিবরণীতে ৫,০০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।
খ) ব্যাংক বিবরণীতে ৫,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।
গ) নগদান বহিতে ৫,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।
ঘ) চেক বহিতে ৫,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।

৭। নগদান বই ও ব্যাংক বিবরণীর গড়মিলের কারণ -
i) চেক ব্যাংকে জমা কিন্তু আদায় না হওয়া। ii) বাট্রাকৃত প্রাপ্য বিল প্রত্যাখ্যান।
iii) সরাসরি ব্যাংক কর্তৃক আদায় ও পরিশোধ।
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৩ ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করার বিভিন্ন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রচলিত পদ্ধতিটি লিখতে পারবেন।
- দ্বৈত জের শুদ্ধকরণ পদ্ধতি লিখতে পারবেন।
- প্রচলিত এবং দ্বৈত জের শুদ্ধকরণ পদ্ধতির ছক লিখতে পারবেন।

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করার বিভিন্ন পদ্ধতি

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সময় "তারিখ" একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরী করতে হবে সেই তারিখ পর্যন্ত নগদান বহি এবং ব্যাংক বিবরণী (Bank Statement) পাশাপাশি রেখে গড়মিলের কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর গড়মিলের দফাসমূহ দ্বারা সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে। এই সমন্বয় বিবরণী নিম্নলিখিতভাবে করা যেতে পারে।

১। প্রচলিত পদ্ধতি (Traditional Method) ২। দ্বৈত জের শুদ্ধকরণ পদ্ধতি (Double Balance Correction Method)
৩। নগদ জের সংশোধনী পদ্ধতি (Cash Balance Amendmend Method)

১) প্রচলিত পদ্ধতি বা একক জের পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে নগদান বই অথবা ব্যাংক বিবরণীর যে কোন একটি উদ্বৃত্ত নিয়ে "ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী" প্রস্তুত করলে অপর (বিপরীত) উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর নমুনা ছক নিচে দেওয়া হলো।

নমূনা ছক

প্রতিষ্ঠানের নাম----------
ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী
তাং-----মাস-----সন-----

বিবরণ	বিস্তারিত টাকা	টাকা
নগদান বই অনুসারে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত (ডেবিট জের)		
অথবা		
ব্যাংক বিবরণী অনুসারে ব্যাংক জমাতিরিক্ত (ডেবিট জের)		XXX
➢ যোগ দফাসমূহ ঃ-		
১. ইস্যুকৃত চেক যা ব্যাংক থেকে ভাংগানো হয়নি	XXX	
২. আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত চেক যা ভুলবশতঃ নগদান বহিতে লেখা হয়নি	XXX	
৩. ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি আদায় যা নগদান বহিতে লেখা হয়নি	XXX	
৪. ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ, সুদ বা প্রাপ্য নোটের টাকা আদায় যা নগদান বহিতে লেখা হয়নি	XXX	
৫. ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ	XXX	
৬. অন্য কোন আমানতকারীর টাকা ভুলবশতঃ এই আমানতকারীর হিসাবে ক্রেডিট করলে(জমা হলে)	XXX	
৭. নগদান বহিতে ভুলবশতঃ কোন লেনদেন দুইবার ক্রেডিট করে থাকলে	XXX	
৮. ভুলবশতঃ এই আমানতকারীর টাকা অন্য আমানতকারীর ব্যাংক বিবরণীতে ডেবিট করলে	XXX	
৯. ইস্যুকৃত চেক বা প্রদেয় নোট প্রত্যাখ্যাত হলে	XXX	
		XXX
➢ বিয়োগ দফাসমূহ		
১. ব্যাংকে জমাকৃত চেক বা প্রাপ্য নোট যা এখনও আদায় হয় নি।	XXX	
২. ইস্যুকৃত চেক যা ভুলবশতঃ নগদানভুক্ত হয়নি।	XXX	XXX
৩. ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় হিসাবের টাকা পরিশোধ যা নগদান বহিতে লেখা হয়নি।	XXX	
৪. ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় নোটের টাকা পরিশোধ যা নগদানভুক্ত হয় নি।	XXX	
৫. ব্যাংক কর্তৃক বেতন, ভাড়া, গ্যাস বিল ইত্যাদি পরিশোধ যা নগদানভুক্ত হয় নি।	XXX	
৬. আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত কোন চেক বা প্রাপ্য নোট প্রত্যাখ্যাত হলে	XXX	

বিবরণ	বিস্তারিত টাকা	টাকা
৭. অন্য কোন ব্যক্তির টাকা এই আমানতকারীর হিসাবে ডেবিট করলে।	XXX	
৮. ব্যাংক কর্তন, ধার্যকৃত চার্জ, সুদ ও কমিশন ইত্যাদি নগদান ভুক্ত না হলে।	XXX	
৯. ব্যাংক ভুলবশতঃ এই আমানতকারীর টাকা অন্য কোন হিসাবে ক্রেডিট করলে।	XXX	
১০. কোন লেনদেন ভুলবশতঃ নগদান বহিতে দুইবার ডেবিট করলে।	XXX	XXX
ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত (ক্রেডিট জের) অথবা নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্ত (ক্রেডিট জের)		XXX

বি:দ্রঃ ১। বিয়োগ দফাসমূহ বড় হলে বিপরীত ব্যালেন্স বাহির হবে।
২। যে সকল কারণে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত বেশি হয়েছে সেই দফাসমূহ যোগ হয়েছে।
৩। যে সকল কারণে ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত কম হয়েছে সেই দফাসমূহ বিয়োগ হয়েছে।
৪। নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্ত/ব্যাংক বিবরণীর ক্রেডিট জের নিয়ে শুরু করলে নমুনা ছকের বিয়োগ দফাসমূহ যোগ হবে এবং যোগ দফাসমূহ বিয়োগ হবে।

উদাহরণ

২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নিম্নের তথ্য হতে জনাব কামালের ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।
১। নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৫০০০ টাকা।
২। ৩০০০ টাকার একটি চেক ২৮ ডিসেম্বরে ইস্যু করা হয়েছিল, কিন্তু চেকটি উক্ত মাসে ব্যাংকে উপস্থাপিত হয় নি।
৩। ২৬ ডিসেম্বর ২০০০ টাকার একটি চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তা ব্যাংক বিবরণীতে ক্রেডিট করা হয় নি।
৪। বিনিয়োগের সুদ ২০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক আদায় যা নগদানভূক্ত হয়নি।
৫। ব্যাংক কর্তন ২০০ টাকা যা নগদানভূক্ত হয় নি।
সমাধানঃ

জনাব কামাল
ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী
৩১ ডি: ২০১৬ সন

বিবরণ	বিস্তারিত টাকা	টাকা
নগদান বহি মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		৫,০০০
যোগ দফাসমূহ		
১. ইস্যুকৃত চেক কিন্তু ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি	৩,০০০	
২. বিনিয়োগের সুদ যা নগদানভূক্ত হয়নি	২০০	
		৩,২০০
বিয়োগ দফাসমূহঃ		৮,২০০
ব্যাংকে জমাকৃত চেক কিন্তু আদায় হয় নি	২,০০০	
ব্যাংক কর্তন যা নগদানভুক্ত হয় নি	২০০	
		২,২০০
ব্যাংক বিবরণী অনুসারে ব্যাংক হিসাব উদ্বৃত্ত		৬,০০০

২. দ্বৈত জের শুদ্ধকরণ পদ্ধতি (Double Balance Correction Method)ঃ

সনাতন পদ্ধতি বা একক জের পদ্ধতিতে নগদান বহি কিংবা ব্যাংক বিবরণীর ব্যালেন্স নিয়ে অংক শুরু করলে অপরটির ব্যালেন্স পাওয়া যায়। তবে এটি বিজ্ঞানসম্মত নয়। উভয় জের বা দ্বৈত জের পদ্ধতিতে ব্যাংক বিবরণী এবং নগদান বহি এ দুটি বইয়ের জের নিয়ে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এ পদ্ধতিটি বিজ্ঞানসম্মত হওয়ায় বর্তমানে অধিকাংশ

প্রতিষ্ঠান এ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। এছাড়াও এ পদ্ধতিতে সংশোধিত ব্যালেন্সসমূহ আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয়। এই পদ্ধতিতে দফাসমূহকে সংশোধনের জন্য ভুলের কারণ হিসাবে দু'ভাবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন
ক। তথ্য না জানার ভুল খ। লেখার ভুল।

ক) তথ্য না জানার ভুলঃ

ক্রঃ নং	তথ্য না জানার ভুলগুলো	সংশোধন
১	ব্যাংকে জমাকৃত চেক কিন্তু ব্যাংক কর্তৃক আদায় না হওয়া।	ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্তের সাথে যোগ হবে।
২	ইস্যুকৃত চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত না হলে।	ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত থেকে বিয়োগ হবে।
৩	ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের প্রদান ও কর্তন।	নগদান বহির উদ্বৃত্ত হতে বিয়োগ হবে।
৪	ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ, সুদ আদায়	নগদান বহির উদ্বৃত্তের সাথে যোগ হবে।

খ) লেখার ভুলঃ

ক্রঃ নং	লেখার ভুল	সংশোধন
১	নগদান বহিতে বেশি টাকা লেখা হলে।	নগদান বহির উদ্বৃত্ত হতে বাদ দিতে হবে।
২	নগদান বহিতে লেখা না হলে।	নগদান বহির উদ্বৃত্তের সাথে যোগ হবে।
৩	ব্যাংক বিবরণীতে বেশি টাকা লেখা হলে।	ব্যাংক বিবরণী থেকে বাদ যাবে।
৪	ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হলে।	ব্যাংক বিবরণীর সাথে যোগ হবে।

দ্বৈত জের শুদ্ধকরণ পদ্ধতির নমুনা ছক নিচে দেওয়া হলোঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম:----------
ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী
তারিখ---- মাস----সন-----

বিবরণ	বিস্তারিত টাকা	টাকা
ক) ব্যাংক বিবরণী অনুসারে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		XXX
যোগ ঃ ১. যে সকল দফাসমূহ নগদান বহিতে ডেবিট করা হয়েছে কিন্তু বিবরণীতে লেখা হয়নি	XXX	
২. ভুলবশত: ব্যাংক বিবরণীতে কম লেখা হলে	XXX	XXX
বিয়োগ ঃ ১. যে সকল দফাসমূহ নগদান বহির ক্রেডিটে লেখা হয়েছে কিন্তু ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়নি	XXX	XXX
২. ভুলবশত: ব্যাংক বিবরণীতে বেশি লেখা হলে	XXX	XXX
ব্যাংক বিবরণী অনুসারে সংশোধিত ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		XXX
খ) নগদান বহি অনুসারে ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		XXX
যোগ ঃ-		
১. ব্যাংক বিবরণীতে ক্রেডিট (জমা) করা হয়েছে এমন দফাসমূহ	XXX	
২. ব্যাংকে চেক জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু নগদানভুক্ত হয়নি।	XXX	
৩. ইস্যুকৃত চেক নগদান বহিতে দু'বার ক্রেডিট করা হয়েছে	XXX	
৪. ভুলবশত: নগদান বহিতে কম টাকা লেখা হয়েছে	XXX	XXX
বিয়োগঃ		
১. ব্যাংক বিবরণীতে পরিশোধ (ডেবিট) করা হয়েছে এমন দফাসমূহ	XXX	
২. ইস্যুকৃত চেক যা নগদান বহিতে ক্রেডিট করা হয়নি	XXX	
৩. জমাকৃত চেক যা নগদান বহিতে দু'বার ডেবিট করা হয়েছে	XXX	
৪. ভুলবশতঃ নগদান বহিতে বেশী টাকা লেখা হয়েছে	XXX	XXX
নগদান বহি অনুসারে সংশোধিত ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		XXX

উদাহরণ

আলফা লিঃ এর ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নগদান বহি অনুযায়ী ব্যাংক উদ্বৃত্ত ছিল ২২০০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক উদ্বৃত্ত ছিল ২০,০০০ টাকা। পরবর্তীতে নিচের গড়মিলের কারণ খুঁজে পাওয়া গেল ঃ -

১. ১০,০০০ টাকার প্রাপ্ত চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ৩১ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত তা আদায় হয় নি।

২. ৮,০০০ টাকার চেক ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু তা পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি।
৩. আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত প্রাপ্য নোট এখনও আদায় হয়নি ২,০০০ টাকা।
৪. আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত ২,৪০০ টাকার চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কিন্তু তা নগদানভুক্ত হয়নি।
৫. ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ১,৬০০ টাকা নগদানভুক্ত হয়নি।
৬. খরিদ্দার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা ৪,০০০ টাকা নগদান বহিতে লেখা হয়নি।
৭. ধার্যকৃত চার্জ ১,২০০ টাকা নগদান বহিতে লেখা হয় নি।
উপরোক্ত তথ্যাবলী হতে দ্বৈত জের সংশোধনী পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।
সমাধান ঃ

আলফা লিঃ
ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১৬

বিবরণ	বিস্তারিত টাকা	টাকা
ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক উদ্বৃত্ত		২০,০০০
যোগঃ		
১. আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত চেক (১)	১০,০০০	
২. আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত প্রাপ্য নোট (৩)	২,০০০	১২,০০০
		৩২,০০০
বিয়োগঃ		
১. ইস্যুকৃত চেক যা ব্যাংকে উপস্থাপিত হয় নি (২)		৮,০০০
ব্যাংক বিবরণী অনুসারে সংশোধিত জের		২৪,০০০
নগদান বহি অনুযায়ী ব্যাংক ব্যালেন্স		২২,০০০
যোগঃ		
১. ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ (৫)	১,৬০০	
২. খরিদ্দার কর্তৃক ব্যাংকে জমা (৬)	৪,০০০	৫,৬০০
		২৭,৬০০
বিয়োগ ঃ		
১. আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত চেক যা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে (৪)	২,৪০০	
২. ব্যাংক চার্জ (৭)	১,২০০	৩,৬০০
নগদান বহি অনুসারে সংশোধিত জের ⟶		২৪,০০০

সারসংক্ষেপ

- একক জের অথবা দ্বৈত জের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা যায়। তবে দ্বৈত জের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা বিজ্ঞানসম্মত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন
১। "ব্যাংক বিবরণী" আমানতকারীর ব্যাংক হিসাবে কী?

ক) দলিল খ) চুক্তি গ) প্রতিচ্ছবি ঘ) বিবরণী

২। ইস্যুকৃত চেক সময়মতো ব্যাংকে উপস্থাপন না করা হলে নগদান বহি ও ব্যাংক বিবরণীর মধ্যে কী হবে?
ক) গড়মিল হয় না খ) গড়মিল হয় গ) মিল হয় ঘ) সঠিক ব্যালেন্স হয় না

৩। ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ২,০০০ টাকা। আমানতকারীর বহিতে ডেবিট হবে কোনটি?
ক) নগদান হিসাব খ) ব্যাংক হিসাব গ) বিক্রয় হিসাব ঘ) ক্রয় হিসাব

৪। নগদান বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১৫,৫০০ টাকা। আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত ৩,৫০০ টাকার চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ব্যাংকে তার ব্যালেন্স কত?
ক) ১৯,০০০ টাকা খ) ১২,০০০ টাকা গ) ১৫,৫০০ টাকা ঘ) ১২,৫০০ টাকা

৫। ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ ২১০০০ টাকা। পাওনাদারকে ইস্যুকৃত ৪৫০০ টাকার চেক ব্যাংক পরিশোধ করেনি। নগদান বহি অনুসারে ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ কত?
ক) ১৬,৫০০ টাকা খ) ২৫,৫০০ টাকা গ) ২১,০০০ টাকা ঘ) ৩০,০০০ টাকা

৬। নগদান বহি অনুসারে ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ ৩৫৮০০ টাকা। দেনাদার সরাসরি ১৫,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছেন। ব্যাংক বিবরণী অনুসারে ব্যালেন্স অথবা ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ কত?
ক) ব্যাংকে জমা ২০,৮০০ টাকা খ) ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৫০,৮০০ টাকা
গ) ব্যাংক জমাতিরিক্ত ২০,৮০০ টাকা ঘ) ব্যাংকে জমা ৫০,৮০০

৭। ৭,০০০, ৮,০০০ ও ৯,০০০ টাকার তিনটি চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ৮,০০০ টাকার চেকটি ব্যাংক আদায় করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে নগদান বহিতে ও ব্যাংক বিবরণীতে জমার পরিমাণ হবে-
i) নগদান বহিতে ২৪,০০০ ও ব্যাংক বিবরণীতে ১৬,০০০ টাকা
ii) নগদান বহিতে ১৭,০০০ ও ব্যাংক বিবরণীতে ২৪,০০০ টাকা
iii) নগদান বহিতে ১৭,০০০ ও ব্যাংক বিবরণীতে ১৭,০০০ টাকা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) ii ও iii

৮। ব্যাংক জমাতিরিক্তের উপর ৮০০ টাকা সুদ ধার্য্য করে ব্যাংক বিবরণীতে ডেবিট করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নগদান বহি এবং ব্যাংক বিবরণীর অবস্থা হবে -
i) নগদান বহির উদ্বৃত্ত ৮০০ টাকা কম ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত ৮০০ টাকা বেশী
ii) নগদান ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত সমান হবে
iii) নগদান বহির উদ্বৃত্ত ৮০০ টাকা বেশী ও ব্যাংক বিবরণীর উদ্বৃত্ত ৮০০ টাকা কম
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i ও ii

৯। দেনাদারের নিকট হতে ৫,০০০ টাকার চেক পেয়ে ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্যাংক আদায় করেনি। তা হলে নিচের কোনটি সঠিক?
ক) ব্যাংক বিবরণীতে ৫,০০০ টাকা বেশী দেখানো হয়েছে
খ) ব্যাংক বিবরণীতে ৫,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে
গ) নগদান বহিতে ৫,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে
ঘ) চেক বহিতে ৫,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে

১০। ব্যাংক কর্তৃক আমানতকারীর খরচের অর্থ পরিশোধিত হলে-
i) ব্যাংক বিবরণীতে জমা বেশী হবে ii) ব্যাংক বিবরণীতে জমা কম হবে iii) নগদান বহিতে জমা বেশী হবে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৪ প্রচলিত এবং সংশোধিত উভয় পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রচলিত বা একক জের পদ্ধতিতে অংকের সমাধান করতে পারবেন।
- দ্বৈত বা সংশোধিত উভয় জের পদ্ধতিতে অংকের সমাধান করতে পারবেন।

প্রচলিত এবং সংশোধিত উভয় পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতকরণঃ

উদাহরণ-১

২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারী তারিখে গামা লিঃ এর নিম্নলিখিত তথ্যাবলী হতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরী করুন।

১। ৩১ জানুয়ারী নগদান বহি অনুসারে ব্যাংকে জমা ২০,০০০ টাকা

২। ইস্যুকৃত ৮,০০০ টাকার চেক এখনও ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি।

৩। ব্যাংকে জমাকৃত ১০,০০০ টাকার একখানি চেক আদায় হয়নি।

৪। দেনাদার ৪,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছেন কিন্তু নগদানভুক্ত হয়নি।

৫। লভ্যাংশ আদায় ২,০০০ টাকা কিন্তু নগদানভুক্ত হয়নি।

৬। ৫,০০০ টাকার একখানি প্রদেয় নোটের টাকা ব্যাংক পরিশোধ করেছে কিন্তু নগদান বহিতে লেখা হয়নি।

৭। ব্যাংক কর্তন ১,০০০ টাকা এবং মঞ্জুরীকৃত সুদ ২০০০ টাকা।

সমাধানঃ

গামা লিঃ
ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী
৩১ জানুয়ারী ২০১৬ সন

বিবরণ	বিস্তারিত টাকা	টাকা
নগদান বহি মোতাবেক ব্যাংকে জমার উদ্বৃত্ত		২০,০০০
যোগঃ		
ইসুকৃত চেক যা ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি	৮,০০০	
দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমাদান	৪,০০০	
লভ্যাংশ আদায় কিন্তু নগদানভুক্ত হয়নি	২,০০০	
মঞ্জুরীকৃত সুদ	২,০০০	
		১৬,০০০
		৩৬,০০০
বিয়োগঃ		
ব্যাংকে জমাকৃত চেক আদায় হয়নি	১০,০০০	
প্রদেয় নোটের টাকা ব্যাংক পরিশোধ করেছে কিন্তু নগদানভুক্ত হয়নি।	৫,০০০	
ব্যাংক কর্তন	১,০০০	
		১৬,০০০
ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংকে জমার উদ্বৃত্ত		২০,০০০

উদাহরণ ২ঃ

সোনালী ব্যাংক টাঙ্গাইল শাখায় আবুল এন্ড কোঃ এর একটি চলতি হিসাব আছে। ২০১৬ সালের ৩১ জুলাই তারিখে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার পরিমাণ ৬,০০০ টাকা কিন্তু নগদান বহি মোতাবেক ব্যাংকে জমা ৫,১৮২ টাকা। নগদান বহি এবং ব্যাংক বিবরণী পরীক্ষা করে নিচের তথ্যগুলো পাওয়া গেলঃ

১। জুলাই ৩১ তারিখে ৩১০ টাকার একটি আদায়কৃত চেক ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়নি।

২। ৫০০ টাকার একটি প্রাপ্য নোট ব্যাংক আদায় করেছে যা নগদান বহিতে লেখা হয়নি।

৩। ইস্যুকৃত ৭১৭ টাকার চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি।

৪। ব্যাংক কর্তন ১২ টাকা।

৫। বিদ্যুৎ বিল বাবদ ইস্যুকৃত ৮৫ টাকার চেক ভুলবশতঃ নগদান বহিতে ৫৮ টাকা লেখা হয়েছে। কিন্তু ব্যাংক বিবরণীতে ৮৫ টাকা ডেবিট করা হয়েছে।

৬। ব্যাংকে জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান ৫০ টাকা।

করণীয়ঃ

ক) ক্রমিক নং ২ এবং ৪ এর জাবেদা দাখিলা দিন।

খ) প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।

গ) দ্বৈত জের সংশোধনী পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।

সমাধান ঃ ক) আবুল এন্ড কোঃ

জাবেদা বই

তাং	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৬	ব্যাংক হিঃ ডেঃ		৫০০	
জুলাই ২	প্রাপ্য নোট হিঃ ক্রেঃ			৫০০
	(প্রাপ্য নোটের টাকা ব্যাংক কর্তৃক আদায়)			
” ৪	ব্যাংক চার্জ/কর্তন হিঃ ডেঃ		১২	
	ব্যাংক হিঃ ক্রেঃ			১২
	(ব্যাংক সার্ভিস চার্জ কর্তন করল)			

খ) আবুল এন্ড কোঃ

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

৩১ জুলাই ২০১৬ সন

বিবরণ	বিস্তারিত টাকা	টাকা
নগদান বহি মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		৫,১৮২
যোগঃ		
ব্যাংক কর্তৃক আদায়কৃত প্রাপ্য নোট যা নগদানভুক্ত হয়নি	৫০০	
ইস্যুকৃত চেক যা ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি।	৭১৭	
		১,২১৭
		৬,৩৯৯
বিয়োগঃ		
চেক আদায় ব্যাংক বিবরণীতে লেখা হয়নি	৩১০	
ব্যাংক কর্তন	১২	
বিদ্যুৎ বিল নগদান বহিতে কম লেখা হয়েছে (৮৫ - ৫৮)	২৭	
ব্যাংকে জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যান	৫০	৩৯৯
ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংকে জমার উদ্বৃত্ত		৬,০০০

গ) আবুল এন্ড কোঃ
ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী
৩১ জুলাই ২০১৬ সন

বিবরণ	বিস্তারিত টাকা	টাকা
ক) ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমা		৬,০০০
যোগঃ		
ব্যাংক কর্তৃক আদায়কৃত চেক		৩১০
		৬,৩১০
বিয়োগঃ		
ইস্যুকৃত চেক ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়নি		৭১৭
সংশোধিত ব্যাংক উদ্বৃত্ত		৫,৫৯৩
খ) নগদান বহি মোতাবেক ব্যাংক জমা		৫,১৮২
যোগঃ		
ব্যাংক কর্তৃক আদায়কৃত প্রাপ্য নোট		৫০০
		৫,৬৮২
বিয়োগ ঃ		
সার্ভিস চার্জ/কর্তন	১২	
অমর্যাদাকৃত চেক	৫০	
বিদ্যুৎ বিল নগদান বহিতে কম লিখিত (৮৫ - ৫৮)	২৭	
		৮৯
সংশোধিত ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		৫,৫৯৩

উদাহরণ ৩ঃ

২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জনাব কামালের ব্যবসায়ের সাথে জড়িত তথ্যাবলী নিম্নে দেওয়া হলো ঃ -

১। নগদান বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমা ১৯,৫০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী অনুসারে তার হিসাবখাতে জমা ১৯,৬০০ টাকা।

২। ব্যবসায়ের পাওনাদার ছিল ৫,০০০ টাকা। একজনকে ১,০০০ টাকার চেক ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি। আবার ৫০০ টাকার ইস্যুকৃত চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যা নগদানভুক্ত হয়নি।

৩। দেনাদার সরাসরি ব্যাংকে জমা দিয়েছেন ১,০০০ টাকা যা নগদানভুক্ত হয়নি।

৪। আদায়ের জন্য ২,০০০ টাকা করে দুইখানা চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে ১ খানা চেকের টাকা এখনও আদায় হয়নি।

৫। ব্যাংক প্রদেয় নোটের টাকা পরিশোধ করেছে যা নগদানভুক্ত হয়নি ৫০০ টাকা।

৬। ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করেছে ১৫০ টাকা এবং ব্যাংক চার্জ ৫০ টাকা যা নগদান বহিতে লেখা হয়নি।

করণীয়ঃ

ক) প্রকৃত পাওনাদারের পরিমাণ নির্ণয় করুন। খ) একক জের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করুন। গ) উভয় জের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।

সমাধানঃ

ক) প্রকৃত পাওনাদারের পরিমাণ নির্ণয় ঃ

পাওনাদারের পরিমাণ	৫,০০০
বাদ ইস্যুকৃত চেক	১,০০০
	৪,০০০
+ প্রত্যাখ্যাত ইস্যুকৃত চেক	৫০০
	৪,৫০০

খ) জনাব কামাল
ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী
৩১ ডিঃ ২০১৬ সন

বিবরণ	বিস্তারিত টাকা	টাকা
নগদান বহি মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		১৯৫০০
যোগঃ		
ইসুকৃত চেক কিন্তু ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি	১,০০০	
প্রত্যাখ্যাত ইস্যুকৃত চেক	৫০০	
দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা	১,০০০	
মঞ্জুরীকৃত সুদ	১৫০	২,৬৫০
		২২,১৫০
বিয়োগঃ		
আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক কিন্তু আদায় হয়নি	২,০০০	
ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় নোটের টাকা পরিশোধ	৫০০	
ব্যাংক চার্জ	৫০	
		২,৫৫০
ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		১৯,৬০০

গ) জনাব কামাল
ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী
৩১ ডিঃ ২০১৬ সন

বিবরণ	বিস্তারিত টাকা	টাকা
ক) ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		১৯,৬০০
যোগঃ		
আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক কিন্তু আদায় হয়নি		২,০০০
		২১,৬০০
বিয়োগঃ		
ইসুকৃত চেক যা ব্যাংকে উপস্থাতি হয়নি		১,০০০
সংশোধিত ব্যাংক উদ্বৃত্ত		২০,৬০০
খ) নগদান বহি মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত		১৯,৫০০
যোগঃ		
দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা	১,০০০	
মঞ্জুরীকৃত সুদ	১৫০	
প্রত্যাখ্যাত চেক	৫০০	১,৬৫০
		২১,১৫০
বিয়োগঃ		
ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত প্রদেয় নোট	৫০০	
ব্যাংক চার্জ	৫০	৫৫০
সংশোধিত ব্যাংক উদ্বৃত্ত		২০,৬০০

সারসংক্ষেপ

- একক জের অপেক্ষা সংশোধিত উভয় জের পদ্ধতি উত্তম। সংশোধিত উভয় জের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করলে সংশোধিত ব্যাংক উদ্বৃত্ত আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শন করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রহিম ট্রেডার্সের স্থায়ী আদেশ মোতাবেক প্রদেয় নোটের ১০,০০০ টাকা ব্যাংক প্রদান করেছেন। এ ঘটনার দ্বারা কি হ্রাস-বৃদ্ধি পাবে?

ক) নগদান বহির ব্যাংক ব্যালেন্স হ্রাস পাবে। খ) ব্যাংক বিবরণীর ব্যাংক ব্যালেন্স হ্রাস পাবে।

গ) নগদান বহির ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি পাবে। ঘ) ব্যাংক বিবরণীর ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি পাবে।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং (২-৩) নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

আলফা কোঃ লিঃ এর নগদান বহি মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ছিল ১২,০০০ টাকা। এই উদ্বৃত্তের সাথে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক উদ্বৃত্তের গড়মিল দেখা দিল। একজন দেনাদার তার ব্যাংকে ৪,০০০ টাকা সরাসরি জমা দিয়েছেন যা নগদানভুক্ত হয়নি।

২। দেনাদার কর্তৃক জমাকৃত টাকা ব্যাংক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হলে নগদান বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত কত?

ক) ৪,০০০ টাকা খ) ১২,০০০ টাকা

গ) ১৬,০০০ টাকা ঘ) ৮,০০০ টাকা

৩। ক্যাশিয়ার ভুলবশতঃ দেনাদার কর্তৃক ব্যাংকে জমাকৃত ৪,০০০ টাকার পরিবর্তে ৮,০০০ টাকা লিপিবদ্ধ করলে নগদান বহি অনুযায়ী ব্যাংক উদ্বৃত্ত কত হবে?

ক) ৪,০০০ টাকা খ) ১২,০০০ টাকা

গ) ১৬,০০০ টাকা ঘ) ২০,০০০ টাকা

৪। ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে আলফা কোঃ এর ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন নিম্নরূপঃ

ক) ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক উদ্বৃত্ত ৮,০০০ টাকা

খ) জমাকৃত চেক যা আদায় হয়নি ১,৫০০ টাকা

গ) ব্যাংক চার্জ ৩০০ টাকা যা নগদানভুক্ত হয়নি

ঘ) ব্যাংক কর্তক প্রাপ্য নোট আদায় ৯৯০ টাকা, প্রাপ্ত সুদ ৩০ টাকা এবং ব্যাংক চার্জ ২০ টাকা যা নগদান বহিতে লিখা হয়নি।

ঙ) ইস্যুকৃত চেক ৫০০ টাকা যা ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি।

চ) নগদান বহি মোতাবেক উদ্বৃত্ত ৮,৩০০ টাকা

করণীয়ঃ

i) ব্যাংক কর্তৃক আদায়কৃত প্রাপ্য নোটের পরিমাণ কত?

ii) উভয় জের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।

iii) প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দিন।

উঃ i) ১,০০০ টাকা, ii) ৯,০০০ টাকা

৫) ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জনাব রাশেদ নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেছেন

ক) নগদান বহি অনুযায়ী ব্যাংকে জমা ৪০০ টাকা।

খ) চেক জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ব্যাংক ৫,২০০ টাকার চেক আদায় করতে পারে নি।

গ) ৩০০ টাকা, ৬০০ টাকা, ৩৫০ টাকা এবং ৪০০ টাকা মূল্যের চারখানা বিল ব্যাংক আদায় করেছে কিন্তু এর জন্য নগদান বহিতে এন্ট্রি দেওয়া হয় নি।

ঘ) ৭০০ টাকার একখানি বিল পূর্বে ৬৮৫ টাকায় বাট্টা করা হয়েছিল। উক্ত বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয় এবং নগদান বহিতে কোন এন্ট্রি দেওয়া হয় নি।

ঙ) ৫০০ টাকার একখানা চেক নগদান বহিতে দু'বার ডেবিট করা হয়েছে।

চ) পাওনাদারকে ১,০০০ টাকার চেক ইস্যু করা হয়েছে যা ব্যাংকে উপস্থাপিত হয় নি।

ছ) ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ ১০০ টাকা এবং ব্যাংক চার্জ ৫০ টাকা নগদান বহিতে লেখা হয় নি।

করণীয়ঃ

i) খ ও ঙ নং লেনদেনের জাবেদা দাখিলা দিন।
ii) নগদান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।
iii) ব্যাংক বিবরণী অনুসারে ব্যাংক জমাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত নিয়ে সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।
উঃ ii) ব্যাংক জমাতিরিক্ত ৩,৫০০ টাকা, iii) ৪০০ টাকা

৬) ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের নিম্নলিখিত তথ্যাবলী বিটা এন্ড কোঃ এর হিসাব বহি হতে নেওয়া হয়েছে -

ক) নগদান বহি মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৫০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৪৬,৬০০ টাকা।
খ) দেনাদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত মোট ৯১,০০০ টাকার তিনখানা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তন্মধ্যে মোট ৪১,০০০ টাকার দুই খানা চেকের টাকা আদায় হয়েছে।
গ) ব্যাংক ১২,০০০ টাকার প্রদেয় নোট পরিশোধ করেছে কিন্তু উহা নগদানভুক্ত হয়নি।
ঘ) ইস্যুকৃত মোট ৭২,০০০ টাকার ৫ খানা চেকের মধ্যে ৩১,০০০ টাকার দুইখানা চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়েছে।
ঙ) ব্যাংকে জমাকৃত ১৭,০০০ টাকার একখানা চেক নগদান বহিতে লিপিবদ্ধকরণ বাদ পড়েছে।
চ) ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ১৬,০০০ টাকা এবং ধার্যকৃত চার্জ ১০০০ টাকা নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ হয়নি।

করণীয়ঃ

i) ইস্যুকৃত চেকগুলোর মধ্যে ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি এরূপ চেকের টাকার পরিমাণ নির্ণয় করুন।
ii) ব্যাংক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে এমন লেনদেনের পরিমাণ কত তা নির্ণয় করুন।
iii) উভয় জের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।
উঃ i) ৪১,০০০ টাকা ii) ১,০৩,৬০০ টাকা iii) ৫৫,৬০০ টাকা

৭। ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নিচের গড়মিলের তথ্যগুলো জনাব বাবুলের হিসাব বহি হতে নেওয়া হয়েছে।

ক) নগদান বহি মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১,০০,০০০ টাকা, ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ৯৩,২০০ টাকা
খ) দেনাদারের নিকট হতে প্রাপ্ত মোট ১,৮২,০০০ টাকার তিনখানা চেক আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তন্মধ্যে মোট ৮২,০০০ টাকার দুইখানা চেক আদায় হয়েছে।
গ) ব্যাংক ২৪,০০০ টাকার প্রদেয় নোট পরিশোধ করেছে কিন্তু নগদানভুক্ত হয়নি।
ঘ) ইস্যুকৃত মোট ১,৪৪,০০০ টাকার ৫ খানা চেকের মধ্যে মোট ৬২,০০০ টাকার দুইখানা চেক পরিশোধ করেছে।
ঙ) আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত ৩৪,০০০ টাকার একখানা চেক নগদান বহিতে লেখা হয়নি।
চ) মঞ্জুরীকৃত সুদ ৩,২০০ টাকা ও ধার্যকৃত চার্জ ২,০০০ টাকা নগদান বহিতে লেখা হয়নি।

করণীয়ঃ

i) ইস্যুকৃত চেকের মধ্যে ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি এরূপ চেকের টাকার পরিমাণ নির্ণয় করুন।
ii) ব্যাংক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে এমন লেনদেনের মোট পরিমাণ নির্ণয় করুন।
iii) উভয় জের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।
উঃ i) ৮২,০০০ টাকা ii) ২,০৭,২০০ টাকা iii) ১,১১,২০০ টাকা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. একক জের পদ্ধতিটির নমুনা ছক লিখুন।
২. সংশোধিত উভয় জের পদ্ধতিটির নমুনা ছক লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ ঃ ১. ক ২. গ ৩. ঘ ৪. খ ৫. গ ৬. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ ঃ ১. ঘ ২. ক ৩. ঘ ৪. গ ৫. গ ৬. খ ৭. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ ঃ ১. গ ২. খ ৩. খ ৪. খ ৫. খ ৬. গ ৭. ক ৮. গ ৯. খ ১০. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ ঃ ১. খ ২. খ ৩. ঘ